Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

দুরুদের ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জান্নাতুল ফেরদাউস

রোলঃ 216020193

২৬ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

দুরুদের ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জান্নাতুল ফেরদাউস

রোলঃ 216020193

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah - IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "দুরুদের ফজিলত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জান্নাতুল ফেরদাউস, আইডিঃ 216020193 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " দুরুদের ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

জান্নাতুল ফেরদাউস

আইডিঃ 216020193

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২৬ মে, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভুমিকা - 5

দুরুদ কী- 5

দূআ কবুল এর জন্য দূরুদ শরীফ এর গুরুত্ব অপরিসীম - 7

দূরুদ পড়ার গুরুত্ব - 8

রহমত, মাগফিরাত ও দরজা বুলন্দির আমল 9

দরূদ পাঠকারীর জন্য শাফাআত অবধারিত 10

কিয়ামতের দিন নবীজীর সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে- 11

দোজাহানের সকল মকসূদ হাসিল হবে- 11

নামাজে এ দরূদ পড়া 13

ছোট দুরুদ শরীফ সমূহ- 14

সপ্তাহের সর্বশ্রেষ্ঠ দিন হল জুমার দিন 16

জুমার দিনের দরুদ শরীফ 17

জুমার দিনের আসরের পরের আমল 18

দরুদ শরীফ পড়ার নিয়ম 19

দুরুদ শরীফ বাংলা উচ্চারণ ও অর্থ 20

দুরুদে ইব্রাহীম 20

দুরুদে ইব্রাহীম ২ (দরুদ শরীফ) 21

ছোট দরুদ শরীফ 21

দুরুদ শরীফ কখন পড়তে হয়? 22

দুরূদ পড়ার সময় :- 23

উপসংহার – 32

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম -

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন

ইন্নাল হামদা লিল্লাহ ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহ-
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, পৃথিবীর রব্বের যিনি তিনি তাঁর অসংখ্য করুণাময় দরবারে সমস্ত প্রশংসা সম্পাদন করেন।

ভুমিকা -

দুরুদ কী-

দুরুদ বা দুরুদ শরিফ (ফার্সি: درود) হলো একটি সম্ভাষণ যা মুসলমানরা নির্দিষ্ট বাক্যাংশ পড়ে ইসলামের শেষ পয়গম্বর মুহাম্মদের শান্তির প্রার্থনা উদ্দেশ্যে পাঠ করা হয়ে থাকে। এটি একটি ফার্সি শব্দ, যা মুসলমানদের মুখে বহুল ব্যবহারের কারণে ১৭শ শতাব্দীতে বাংলা ভাষায় অঙ্গীভূত হয়ে যায়। বৃহত্তর অর্থে মুহাম্মদের প্রতি এবং তার পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি এবং সহচরদের প্রতি আল্লাহর দয়া ও শান্তিবর্ষণের জন্য প্রার্থনা করাই দুরুদ। দুরুদকে প্রায়ই সম্মানসূচকভাবে ইসলামি পরিভাষায় "দুরুদ শরিফ"-ও বলা হয়ে থাকে।

দুরুদ আমরা কেনো পড়বো-

দরুদ শরীফ গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল। এ আমলের মাধ্যমে একসঙ্গে আল্লাহ ও তার রাসূলের সন্তুষ্টি পাওয়া যায়। এটি মুমিনের আত্মার খোরাক এবং প্রিয় তাসবিহ। পবিত্র কোরআনেও এর ব্যাপক তাগিদ রয়েছে। দরুদ শরীফ পাঠ আমাদের প্রিয় নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ। মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তায়ালার প্রিয় হাবীব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর ওপর দরুদ পড়তে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দেন।

কুরআনের আয়াত -

আল্লাহ তায়াল পবিত্র কোরআনুল কারিমে বলেন,

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

অর্থ: 'নিশ্চয়ই আমি (আল্লাহ) স্বয়ং এবং আমার ফেরেস্তারা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর দরুদ পাঠ পূর্বক সালাম প্রেরণ করিয়া থাকি; হে মুমিনরা! তোমরাও তাঁহার ওপর দরুদ পাঠ কর এবং সালাম প্রেরণ কর। ' (সূরা: আহযাব, আয়াত: ৫৬)।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রতি মুহব্বত নিয়ে দরুদ পাঠ করা উত্তম ইবাদত। রাসূল (সা.) নিজেও দরুদ পাঠ করার জন্য তাঁর উম্মতদের বলেছেন, রাসূল (সা.) দরুদ পাঠের ফজিলত ও মাহাত্ম্য উম্মতদের জানিয়ে দিয়েছেন।

মহানবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরুদ পড়ে, আল্লাহ তায়ালা তার ওপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন। ' (সহিহ মুসলিম)।

চারটি বিষয় মাথায় রেখে দুরুদ পড়ুন, আপনার দুরুদের প্রতি আকর্ষণ বাড়তেই থাকবে ইনশাআল্লাহ!

১) আপনি যখনি রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর দুরুদ পড়েন, সাথে সাথে একজন ফেরেশতা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে গিয়ে আপনার নাম বলে। হ্যাঁ, স্বয়ং রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে আপনার "নাম" বলে।

২) রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি একবার সালাম পাঠালে, স্বয়ং আল্লাহ, হ্যাঁ স্বয়ং আল্লাহ, আপনার উপর ১০ বার সালাম পাঠান।

৩) অবিরত দুরুদ পড়লে আপনার সমস্ত সমস্যার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ নিয়ে নেন। এমনকি যদি আপনি ঐসব সমস্যার জন্য আলাদা করে দুআ না ও করেন।

৪) আপনি তার প্রতি সালাম পাঠাচ্ছেন, যিনি শুধুমাত্র আপনাকে আমাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর জন্য বারবার রক্তাক্ত হয়েছিলেন। যার সামনে তার প্রিয় সাহাবীদের(রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছিল।
সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

দূআ কবুল এর জন্য দূরুদ শরীফ এর গুরুত্ব অপরিসীম -

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ পাঠ করে মানুষ যদি নিজেদের জন্য কোনো দোয়া করে, আশা করা যায় আল্লাহ তাআলা ঐ বান্দার দোয়া কবুল করেন। কারণ যারা দরূদ ব্যতিত আল্লাহ তাআলা নিকট দোয়া করে তাদের দোয়া লুকায়িত অবস্থায় থাকে। হাদিসে এসেছে-হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফুভাবে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর দরূদ পাঠ না করা পর্যন্ত প্রতিটি দোয়া লুকায়িত অবস্থায় থাকে। (বাইহাকি, জামিউস সগীর)

অন্য হাদিসে এসেছে-

হজরত ফাদালাহ ইবনে ওবাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে তার নামাজের পর দোয়া করতে শুনলেন, কিন্তু সে ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ পাঠ করেনি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘এ ব্যক্তি তাড়াহুড়া করেছে। তারপর তিনি ঐ ব্যক্তিকে ডাকলেন এবং তাকে বা অন্য কাউকে বললেন- ‘তোমাদের কেউ নামাজ আদায় করলে সে যেন আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর গুণগান করে; তারপর নবির প্রতি দরূদ পাঠ করে; তারপর তার মনের কামনা অনুযায়ী দোয়া করে। (তিরমিজি, আবু দাউদ)

পরিশেষে....উল্লেখিত হাদিস থেকে বুঝা যায় যে, দোয়া করার আদব হলো আল্লাহর প্রশংসা করা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ পাঠ করা। অতপর মনের সকল চাহিদা মহান রাব্বুল আলামিনের নিকট পেশ করা।

দরুদ শরিফ পাঠ করলে সহজে দোয়া কবুল হয়ে যায়। হজরত ওমর বিন খাত্তাব (রা.) বলেন, নিশ্চয় বান্দার দোয়া-মোনাজাত আসমান ও জমিনের মাঝখানে ঝুলানো থাকে, তার কোনো কিছু আল্লাহপাকের নিকট পৌঁছে না যতক্ষণ না বান্দা তার নবীর (সা.) প্রতি দরুদ পাঠ করবে। (তিরমিজী শরিফ)।

আমরা যখন মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য দোয়া করবো এবং আমাদের গুনাহ মাফের জন্য দোয়া চাইবো তখন দরুদ শরীফ পাঠ করবো। কারণ, মহান আল্লাহর দরবারে মুক্তি ও মাফ চেয়ে মুনাজাত ধরলে, দোয়া করলে তা দরুদ শরীফ পাঠের উসিলায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি রহমত ও সালাম পেশের দরুণ সেই দোয়া কবুল হয়ে যায়।

দূরুদ পড়ার গুরুত্ব -

হাদিসে ঘোষিত এ দরূদ পড়া উত্তম-

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْد ".

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিনও ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ; কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহিম ওয়া আলা আলি ইবরাহিম; ইন্নাকা হামিদুম মাঝিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ; কামা বারাকতা আলা ইবরাহিম ওয়া আলা আলি ইবরাহিম; ইন্নাকা হামিদুম মাঝিদ।’

অর্থ : ‘হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করুন, যেভাবে আপনি ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এবং ইবরাহিম আলাইহিস সালামের বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত, অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী।

হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বংশধরদের উপর বরকত দান করুন; যেভাবে আপনি বরকত দান করেছেন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এবং ইবরাহিম আলাইহিস সালামের বংশধরদের উপর। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত, অতি মর্যাদার অধিকারী।' (বুখারি, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ)

রহমত, মাগফিরাত ও দরজা বুলন্দির আমল

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আছ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন-

من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً

যে আমার উপর একবার দরূদ পড়বে, বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করবেন।-সহীহ মুসলিম ১/১৬৬; জামে তিরমিযী ১/১০১

অন্য হাদীসে আছে, হযরত আনাস রা. বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات، وحطت عنه عشر خطيئات، ورفعت له عشر درجات.

যে আমার উপর একবার দরূদ পড়বে আল্লাহ তার উপর দশটি রহমত নাযিল করবেন, তার দশটি গুনাহ ক্ষমা করা হবে এবং দশটি দরজা বুলন্দ হবে।-সুনানে নাসায়ী ১/১৪৫; মুসনাদে আহমদ ৩/১০২; মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা ২/৪৩

অন্য বর্ণনায়, আবু বুরদা রা. থেকে বর্ণিত আছে, তার আমলনামায় দশটি নেকী লেখা হবে।-আলমুজামুল কাবীর, তবারানী ২২/৫১৩

আবু হুরায়রা রা. থেকেও দরূদের এই ফযীলত বর্ণিত হয়েছে।-মুসনাদে আহমদ ২/২৬২, হাদীস : ৭৫৬১

দরূদ পাঠকারীর জন্য শাফাআত অবধারিত

রুওয়াইফি ইবনে ছাবিত আলআনসারী রা. বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এ দরূদ পাঠ করবে তার জন্য আমার সুপারিশ অবধারিত হয়ে যাবে।

اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. (قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير، وأسانيدهم حسنة. اه)

-আলমুজামুল কাবীর, তবারানী ৫/৪৪৮১; মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/২৫৪

কিয়ামতের দিন নবীজীর সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে-

আবদুললাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة

কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে, যে আমার উপর সবচেয়ে বেশি দরূদ পড়েছে।

(رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن غريب)

-জামে তিরমিযী ১/১১০

দোজাহানের সকল মকসূদ হাসিল হবে-

হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. বলেন, একবার আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিকরুল্লাহর খুব তাকিদ করলেন। আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার প্রতি বেশি বেশি দরূদ পাঠ করে থাকি। আমি আমার দুআর কতভাগ আপনার জন্য নির্ধারণ করব? তিনি বললেন, তোমার যে পরিমাণ ইচ্ছা।

আমি বললাম, চারভাগের এক ভাগ? তিনি বললেন, তোমার যতটুকু ইচ্ছা। তবে বেশি করলে আরো ভালো।

আমি বললাম, তাহলে অর্ধেক? তিনি বললেন, তোমার যতটুকু ইচ্ছা। তবে বেশি করলে আরো ভালো।

আমি বললাম, তাহলে তিন ভাগের দুই ভাগ? তিনি বললেন, তোমার যতটুকু ইচ্ছা হয়। তবে বেশি করলে আরো ভালো।

আমি বললাম, তাহলে কি আমার দুআর পুরোটাই হবে আপনার প্রতি দরূদ? তিনি বললেন, তবে তো তোমার মকসূদ হাসিল হবে, তোমার গুনাহ মাফ করা হবে।

رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن. اه وقال الهيثمي : رواه الطبراني، وإسناده حسن.)

-জামে তিরমিযী ২/৭২; মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/২৪৮; মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা ৬/৪৫

দরূদ পড়া সাওয়াব ও ইসলামি শরিয়তের একটি মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত। মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আল্লাহর সালাত তথা দরূদ পড়ার অর্থ হলো- আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অতিশয় সম্মানিত ও গৌরবান্বিত করা। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা কোরআনুল কারিমে নিজে দরূদ পড়েন এবং অন্যকে দরূদ পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন এভাবে-

اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ؕ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

নিশ্চয়ই আল্লাহ (ঊর্ধ্ব জগতে ফেরেশতাদের মধ্যে) নবীর (সালাত) প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবির জন্য (সালাত) দোয়া করে। হে মুমিনগণ, তোমরাও নবির উপর দরূদ পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।’ (সুরা আহজাব : আয়াত ৫৬)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উম্মতের পড়া দরূদ ফেরেশতার মাধ্যমে পৌছানো হয়। উল্লেখিত আয়াতের আলোকে অন্য হাদিসে তা বর্ণিত হয়েছে এভাবে-

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, إِنَّ لِلّٰهِ مَلاَئِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِيِ الأَرْضِ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلاَمَ 'আল্লাহর পক্ষ থেকে পৃথিবীতে এমন অনেক ভ্রমণকারী ফেরেশতামণ্ডলী নির্ধারিত রয়েছেন, যাঁরা আমার প্রতি আমার উম্মতের পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছিয়ে দেন।' (নাসাঈ)

মনে রাখতে হবে

দরূদ কোনো সামান্য বিষয় নয়; যে কারণে কীভাবে দরূদ পড়তে হবে। প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিখিয়ে দিয়ে গেছেন। সুতরাং দুরূদের মূল অর্থ ও উদ্দেশ্য হলো-

اللهم عَظِّمْهُ في الدنيا والآخرة بما يليق به

'হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে তাঁর উপযুক্ত সম্মান দুনিয়াতে এবং পরকালে দান করুন।'

নামাজে এ দরূদ পড়া

নবি মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি অধিকার বা প্রাপ্য তাঁর উম্মতের উপর হলো এই যে- তাঁর উম্মতের প্রতিটি মানুষ যেন তাঁর প্রতি সালাম পেশ করে। তাই প্রত্যেক মুসলিম নামাজের শেষ বৈঠকে নবির প্রতি দরূদ পাঠায়।

সুতরাং মুমিন মুসলমানের উচিত, নামাজ ছাড়াও প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি বেশি বেশি দরূদ পড়া। কেননা এ দরূদ দোয়া কবুল ও অনেক কাজের বরকতের অন্যতম উপাদান।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে বেশি বেশি দরূদ পড়ার তাওফিক দান করুন। কোরআন-সুন্নাহর নিদনির্দেশনা মেনে চলার তাওফিক দান করুন। আমিন।

আল্লাহ তাআ'লা এবং হযরত মুহাম্মদ সাঃ দরুদ পড়লে অনেক অনেক নেকি লাভ করা যায়। সময় পেলে হযরত মুহাম্মদ সাঃ এর উপর দরুদ পড়লে আল্লাহ তাআ'লা যেমন খুশি হয় তেমনি হযরত মুহাম্মদ সাঃ ও অনেক খুশি হয়।

তাই আমরা বেশি বেশি করে দুরুদ পাঠ করব এবং দুনিয়া ও আখেরাতে পুরস্কৃত ও নাজাতের অছিলা হব। আমরা নিজে দরুদ পড়ব এবং অন্য কে দরুদ শিখাব। নিচে ছোট ছোট অনেকগুলো দুরুদ শরীফ দেওয়া হলো।

ছোট দুরুদ শরীফ সমূহ-

আরবি	اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّد
বাংলা	আল্লাহুম্মা সল্লি আ'লা মুহা'ম্মাদিওঁ-ওয়া আ'লা আলি মু'হাম্মাদ।

অর্থ	হে আল্লাহ! আপনি মুহা'ম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের উপর রহমত বর্ষণ কর।

আরবি	اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ
উচ্চারণ	আল্লা-হুম্মা সল্লি ওয়া সাল্লিম আ'লা নাবিয়্যিনা মুহা'ম্মাদ।
অর্থ	হে আল্লাহ! আপনি আমাদের নবী মুহাম্মাদের উপর সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন।

জুমআর দিনে দুরুদ পড়ার গুরুত্ব &ফজিলত -

শুক্রবার তথা জুমার দিন দরুদ পাঠের রয়েছে বিশেষ ফজিলত। আওস ইবনে আউস (রা.) থেকে বর্ণিত, একটি হাদিসে এসেছে, মহানবী (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'নিশ্চয়ই জুমার দিন শ্রেষ্ঠতম দিনগুলোর অন্যতম। ... সুতরাং সেদিন তোমরা আমার ওপর বেশি বেশি দরূদ

পড়। নিশ্চয় তোমাদের দরুদ আমার কাছে পেশ করা হয়। ... (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ১০৪৭; মুসনাদে আহমদ, হাদিস : ১৬১৬২; সহিহ ইবনে হিববান, হাদিস : ৯১০, হাদিসটি সহিহ)

অন্য হাদিসে আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, ‘তোমরা জুমার রাত ও জুমার দিনে আমার ওপর বেশি বেশি দরুদ পাঠ কর। যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরুদ পাঠ করে আল্লাহ তায়ালা তার ওপর দশবার রহমত নাজিল করেন। (আসসুনানুল কুবরা, বায়হাকি : ৩/২৪৯; ফাযাইলুল আওকাত, বায়হাকি : ২৭৭; আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ, ইবনুস সুন্নি : ৩৭৯, এর সনদ হাসান পর্যায়ের)

পবিত্র জুমার দিন (শুক্রবার) আমাদের যে সব করণীয় রয়েছে তারমধ্যে রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি অধিক পরিমানে দুরুদ পাঠ করার কারণ বর্ণিত হয়েছে নিম্নোক্ত হাদীসটিতে:

সপ্তাহের সর্বশ্রেষ্ঠ দিন হল জুমার দিন

আউস বিন আউস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

তোমাদের দিন সমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দিন হল জুমার দিন। এই দিনে আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই দিনে তাকে মৃত্যু দেওয়া হয়েছে, এই দিনে সিংগায় ফুঁ দেয়া হবে এবং মহা বিপর্যয়ও (কিয়ামত) ঘটবে এই দিনেই। তাই এই দিনে তোমরা বেশি বেশি আমার উপর

দরুদ পাঠ করবে; কেননা তোমাদের দরুদ আমার উপর পেশ করা হয় জুমার দিনে। শুক্রবারে(জুমার দিনের) দরুদ শরীফ পড়ার ফজিলত(২০২৩)অনেক বেশি।

আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুল (সা.) বলেন, ‘আমার ওপর জুমার দিনে বেশি বেশি দরুদ পাঠ করো। কারণ এ হলো এমন মোবারক দিন; যে দিনে ফেরেশতারা উপস্থিত হয়। যখন কোনো ব্যক্তি আমার ওপর দরুদ পাঠ করে ওই দরুদ সে পড়ার আগেই আমার কাছে আনীত হয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! আপনার ইন্তেকালের পরও কি আপনার কাছে আনীত হবে? রাসুল (সা.) বলেন, ইন্তেকালের পরও। আল্লাহতায়ালা জমিনের জন্য সব নবীর দেহ হারাম করে দিয়েছেন।’ (তারগিব : ৩/৩০৩)

জুমার দিনের দরুদ শরীফ

আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুল (সা.) বলেন, ‘আমার ওপর জুমার দিন বেশি বেশি দরুদ পাঠ করো। কারণ আমার উম্মতের দরুদ জুমার দিন আমার কাছে পৌঁছানো হয়। যে ব্যক্তি আমার ওপর সবচেয়ে বেশি দরুদ পাঠাবে, সে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন সবচেয়ে আমার নিকটতম হবে।’ (তারগিব, হাদিস : ১৫৭) দরুদ শরীফ।

জুমার দিনে যে দোয়া পড়লে ৮০ বছরের গুনাহ মাফ হয়

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুল (সা.) বলেন, ‘আমার ওপর দরুদ পাঠ করা পুলসিরাত পার হওয়ার সময় আলো হবে। যে ব্যক্তি জুমার দিন ৮০ বার দরুদ পড়ে তার ৮০ বছরের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।’

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘আমার ওপর দরুদ পাঠ করা পুলসিরাত পার হওয়ার সময় আলো হবে। যে ব্যক্তি জুমআর দিন ৮০ বার দরুদ পড়ে তার ৮০ বছরের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।’

অন্য রেওয়াতে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘যে ব্যক্তি জুমআর দিন আসরের নামাজের পর নিজ স্থান থেকে ওঠার আগে ৮০ বার এই দরুদ শরিফ পাঠ করে-اَللَّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا উচ্চারণ : ‘আল্লাহুম্মা সাল্লি আ’লা মুহাম্মাদিনিন নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া আ’লা আলিহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা।’তার ৮০ বছরের গোনাহ্ মাফ হবে এবং ৮০ বছর ইবাদতের সওয়াব তার আমলনামায় লেখা হবে। সুবহানাল্লাহ! (আফজালুস সালাওয়াত)

জুমার দিনের আসরের পরের আমল

অন্য বর্ণনায় নবী করিম (সা.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি জুমার দিন আসরের নামাজের পর নিজ স্থান থেকে ওঠার আগে ৮০ বার এই দরুদ শরিফ পাঠ করে, ‘আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা

মুহাম্মাদিনিন নাবিইয়্যিল উম্মিইয়ি ওয়া আলা আলিহি ওয়া আস হাবিহি ওয়াসাল্লিমু তাসলিমা’। তার ৮০ বছরের পাপ ক্ষমা হয়ে যায় এবং ৮০ বছরের ইবাদতের সওয়াব তার আমলনামায় লেখা হয়।’

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে জুমআর এ পবিত্র ও ফজিলতপূর্ণ দিনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি বেশি বেশি দরূদ পড়ার তাওফিক দান করুন। হাদিসের ওপর আমল করে ঘোষিত ফজিলত পাওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।আফদালুস সালাওয়াত : ২৬)

হজরত আলী (রা.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি নবী করিম (সা.)-এর ওপর জুমার দিন ১০০ বার দরুদ পাঠ করে, সে কেয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উঠবে যে, তার চেহারায় নূরের জ্যোতি দেখে লোকরা বলাবলি করতে থাকবে এই ব্যক্তি কী আমল করেছিল!’ (কানজুল উম্মাল, হাদিস : ১৭৪)

দরুদ শরীফ পড়ার নিয়ম

দরুদপাঠ হচ্ছে নবীর উপর সালাম পেশ করা। দুরুদ ফারসী শব্দ, যার অর্থ হচ্ছেঃ আল্লাহ তাআ’লার কাছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য রহমত, বরকত ও শান্তির জন্য দোয়া করা।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি দরুদ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। কোরআনে এসেছে ‘অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতারা নবীর প্রতি দরুদ প্রেরণ করেন। হে মুমিনরা! তোমরাও তাঁর প্রতি যথাযথ দরুদ ও সালাম পেশ করো’ (সূরা : আহজাব, আয়াত : ৫৬)।

দুরুদ শরীফ বাংলা উচ্চারণ ও অর্থ

দুরুদে ইব্রাহীম

সর্বোত্তম দুরুদ হচ্ছে দুরুদে ইব্রাহীম,যা আমরা সবাই সালাতে পাঠ করে থাকি। আপনি দুরুদে ইব্রাহীম পড়ে যে সওয়াব ও ফযীলত পাবেন, অন্য কোন দুরুদ পড়ে তার সমান সওয়াব ও ফযীলত পাবেন না।

বাংলা উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা সল্লি আ'লা মুহাম্মাদিওঁ-ওয়া আ'লা আ-লি মুহা'ম্মাদ, কামা সল্লাইতা আ'লা ইবরাহীমা ওয়া আ'লা আ-লি ইব্রাহীম, ইন্নাকা হা'মীদুম মাজীদ। আল্লা-হুম্মা বারিক আ'লা মুহাম্মাদিওঁ-ওয়া আ'লা আলি মুহা'ম্মাদ, কামা বা-রাকতা আ'লা ইব্রাহীমা ওয়া আ'লা আ-লি ইব্রাহীম। ইন্নাকা হা'মীদুম মাজীদ।

বাংলা অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ এবং তাঁর পরিবারের প্রতি শান্তি অবতীর্ণ করুন, যেমন আপনি ইব্রাহীম এবং তাঁর পরিবারের প্রতি শান্তি অবতীর্ণ করেছিলেন, নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও মহান। হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ এবং তাঁর পরিবারের প্রতি বরকত দান

করুন, যেমন আপনি ইব্রাহিম এবং তাঁর পরিবারের প্রতি বরকত দান করেছিলেন, নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও মহান। সূত্র: সহীহ বুখারীঃ ৩৩৭০, সহীহ মুসলিম।

দুরুদে ইব্রাহীম ২ (দরুদ শরীফ)

বাংলা উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা সল্লি আ'লা মুহাম্মাদিওঁ-ওয়া আ'লা আ-লি মুহা'ম্মাদ, ওয়া বারিক আ'লা মুহাম্মাদিওঁ-ওয়া আ'লা আলি মুহা'ম্মাদ, কামা সল্লাইতা ওয়া বারাকতা আ'লা ইবরাহীমা ওয়া আ'লা আ-লি ইব্রাহীম, ইন্নাকা হা'মীদুম মাজীদ।

বাংলা অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ এবং তাঁর পরিবারের প্রতি শান্তি অবতীর্ণ করুন এবং বরকত দান করুন, যেমনিভাবে আপনি ইব্রাহীম এবং তাঁর পরিবারের প্রতি শান্তি ও বরকত দান করেছিলেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও মহান।

ছোট দরুদ শরীফ

বাংলা উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা সল্লি আ'লা মুহা'ম্মাদিওঁ-ওয়া আ'লা আলি মু'হাম্মাদ।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনি মুহা'ম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের উপর রহমত বর্ষণ কর।

উৎসঃ সুনানে নাসায়ীঃ হাদীস নং-১২২৫, হাদীসটি সহীহ।

বাংলা উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা সল্লি ওয়া সাল্লিম আ'লা নাবিয়্যিনা মুহা'ম্মাদ।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনি আমাদের নবী মুহাম্মাদের উপর সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন।

সবচাইতে ছোট যেই দুরুদ পড়া যায়ঃ (তবে নামাজে নয়)

ছোট দরুদ শরীফ বাংলা

উচ্চারণঃ সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম।

অর্থঃ আল্লাহ তাঁর (মুহা'ম্মদের) প্রতি সালাত (দয়া) ও সালাম (শান্তি) বর্ষণ করুন।

দুরুদ শরীফ কখন পড়তে হয়?

নবী সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি সকাল বেলা আমার উপর দশবার দরুদ পাঠ করবে এবং বিকাল বেলা দশবার দরুদ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন সে আমার সুপারিশ দ্বারা সৌভাগ্যবান হবে।"

সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা এমন বান্দাকে ভালবাসেন যে মুত্তাক্বী,(মানুষদের থেকে) অমুখাপেক্ষী, লুকিয়ে ইবাদতকারী।"

সকল কাজে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা মুমিনের কর্তব্য:

সকল কাজে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা মুমিন নর নারীর কর্তব্য।তেমনি তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি অর্জনের জন্য আল্লাহর সহায়তা প্রার্থনা করা অতীব প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নিকটে এ দুয়া করতেন, " হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে হেদায়াত, তাক্বওয়া, নৈতিক পবিত্রতা এবং সচ্ছলতা বা অন্যের অমুখাপেক্ষিতা প্রার্থনা করছি।"

মহান আল্লাহতাআলা প্রত্যেক মুসলমান নরনারীকে জুমার দিন(শুক্রবার) নবী করিম (সা.)-এর প্রতি বেশি বেশি দরুদ পাঠের তওফিক দান করুন। আমিন।

দুরূদ পড়ার সময় :-

১। নামাযের শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ পাঠ করার পর।

২। জানাযার নামাযে ২য় তাকবীর বলার পর।

৩। জুম'আর দিবসে।

৪। মুয়াজ্জিনের আযান শোনার পর।

৫। মসজিদে প্রবেশের পূর্বে এবং তা হতে বের হওয়ার পূর্বে।

৬। সাফা ও মারওয়া সা'য়ী করার সময়।

৭। কোন মজলিস থেকে পৃথক হওয়ার পূর্বে।

৮। সকাল-সন্ধা।

৯। পাঠ শুরু করার পূর্বে এবং শেষ করার পূর্বে।

১০। দু’আ বা মুনাজাত করার সময়।

হাদীস থেকে দরুদ -

1-আব্দুল্লাহ ইবনে ’আমর ’আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন, “যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তার দরুন তার উপর দশবার দুরুদ পাঠ করবেন।” *(মুসলিম)* [1]

(243) بَابُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَفَضْلِهَا وَبَعْضِ صِيَغِهَا

وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاص، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً» . رواه مسلم

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا رواه مسلم

[1] মুসলিম ৩৮৪, তিরমিযী ৩৬১৪, নাসায়ী ৬৭৮, আবূ দাউদ ৫২৩, আহমাদ ৬৫৩২হাদিসের মানঃ সহিহ (Sahih)

2-ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তি সব লোকের চাইতে আমার বেশী নিকটবর্তী হবে, যে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আমার উপর দরূদ পড়বে।” *(তিরমিযী, হাসান)* [1]

3-আওস ইবনে আওস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের দিনগুলির মধ্যে সর্বোত্তম দিন হচ্ছে জুমুআর দিন। সুতরাং ঐ দিন তোমরা আমার উপর অধিকমাত্রায় দরূদ পড়। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়।” লোকেরা বলল, ’ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি তো (মারা যাওয়ার পর) পচে-গলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন। সে ক্ষেত্রে আমাদের দরূদ কিভাবে আপনার কাছে পেশ করা হবে?’ তিনি বললেন, “আল্লাহ পয়গম্বরদের দেহসমূহকে খেয়ে ফেলা মাটির উপর হারাম করে দিয়েছেন।” (বিধায় তাঁদের শরীর আবহমান কাল ধরে অক্ষত থাকবে।) *(আবু দাউদ, বিশুদ্ধ সনদ)* [1]

4-আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই অভিশাপ দিলেন যে, “সেই ব্যক্তির নাক ধূলা-ধূসরিত হোক, যার কাছে আমার নাম উল্লেখ করা হল, অথচ সে (আমার নাম শুনেও) আমার প্রতি দরূদ পড়ল না।” (অর্থাৎ ’সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম’ বলল না।) *(তিরমিযী হাসান)* [1]

(243) بَابُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَفَضْلِهَا وَبَعْضِ صِيَغِهَا

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ» . رواه الترمذي، وقال: حديث حسن

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم انف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي رواه الترمذي وقال حديث حسن

[1] তিরমিযী ৩৫৪৫, আহমাদ ৭৪০২

5-আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “প্রকৃত কৃপণ সেই ব্যক্তি, যার কাছে আমি উল্লিখিত হলাম (আমার নাম উচ্চারিত হল), অথচ সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করল না।” *(তিরমিযী, হাসান সহীহ)* [1]

(243) بَابُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَفَضْلِهَا وَبَعْضِ صِيَغِهَا

وَعَنْ عَلِيّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «البَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ» . رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح

وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح

[1] তিরমিযী ৩৫৪৬, আহমাদ ১৭৩৮

6-ফাযালা ইবনে উবাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি লোককে নামাযে প্রার্থনা করতে শুনলেন। সে কিন্তু তাতে আল্লাহর প্রশংসা করেনি এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরূদও পড়েনি। এ দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "লোকটি তাড়াহুড়ো করল।" অতঃপর তিনি তাকে ডাকলেন ও তাকে অথবা অন্য কাউকে বললেন, "যখন কেউ দো'আ করবে, তখন সে যেন তার পবিত্র প্রতিপালকের প্রশংসা বর্ণনা যোগে ও আমার প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করে দো'আ আরম্ভ করে, তারপর যা ইচ্ছা (যথারীতি) প্রার্থনা করে।" *(আবু দাঊদ, তিরমিযী)* [1]

(243) بَابُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَفَضْلِهَا وَبَعْضِ صِيَغِهَا

وَعَنْ فَضَالَةَ بنِ عُبَيْدٍ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً يَدْعُو فِي صَلاَتِهِ لَمْ يُمَجِّدِ الله تَعَالَى، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبيِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه : «عَجِلَ هَذَا» ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ - أَوْ لِغَيْرِهِ -: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ سُبْحَانَهُ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ يَدْعُو بَعْدُ بِمَا شَاءَ» . رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح

وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصل على النبي فقال رسول الله صلى الله عليه عجل هذا ثم دعاه فقال له او لغيره اذا صلى احدكم فليبدا بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح

[1] আবূ দাউদ ১৪৮১, তিরমিযী ৩৪৭৬, ৩৪৭৭, নাসায়ী ১২৮৪, আহমাদ ২৩৪১৯

দরুদ শরীফ পড়ার ফযীলতঃ

(১) হযরত আবু হুরাইয়া (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করেছেন: কোন ব্যক্তি যদি মাত্র একবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তবে একজন ভ্রাম্যমান ফেরেশতা আমার দরবারে উপনীত হয়ে খবর দেয়: ইয়া রাসুলুল্লাহ! অমুকের পুত্র অমুক আপনার উপর এত মোর্তবা দরুদ শরীফ পাঠ করেছেন, তখন আমিও তার উপর ঠিক তত মোর্তবা দরুদ পাঠ করি। অতঃপর সেই ফেরেশতা আল্লাহর দরবারে আরযী পেশ করে- হে-মা'বুদ। অমুকের পত্র অমুক ব্যক্তি আপনার হাবীবের উপর এত মোর্তবা দরুদ পাঠ করেছে। তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তাকে বলেন- উত্তম। কিরামান ও কাতেবীনকে বলে দাও, এ ব্যক্তির প্রত্যেক মোর্তবা দরুদ পাঠের পরিবর্তে যেন তার আমলনামা থেকে একটি করে গুনাহ কেটে দেয় এবং আমার পক্ষ থেকে প্রত্যেক কাটাস্থানে দশটি করে নেকী লিখে দেয়। (মুয়াত্তা শরীফ)।

২) আল্লাহর রাসুল (সাঃ) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি জুম্‌আর নামাযের জন্য মসজিদে উপস্থিত হয়ে আযানের পর ও খুতবা আরম্ভ হওয়ার আগে চল্লিশ মোর্তবা নিম্মোক্ত দরুদ শরীফ পাঠ করবে তার চল্লিশ বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। (বুখারী শরীফ)। দরুদ শরীফটি হলো - আল্লা হুম্মা ছলি'øআলা মুহাম্মাদিনিন নাবিয়্যিল উম্িঁ§য়ে ওয়া 'আলা-আ-লিহি ওয়া আছহা-বিহী ওয়া বা-রিকা ওয়া সাল্লিম।

(৩) যদি কেউ উক্ত দরুদ শরীফ আছরের নামায বাদ একশ বার পড়ে তবে তাঁর আশি বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। যদি প্রত্যেক জুমআর দিন নামাযের পূর্বে কেউ উক্ত দরুদ

শরীফ এক হাজার বার পড়ে, তবে যতদিন না ঐ ব্যক্তি স্বপ্নে তাঁর বেহেশতের বাড়িটি দেখতে না পায় ততদিন তার মৃত্যু হয় না। (মুসলিম শরীফ ও আত্তারগীব ফি ফাযায়িলিল আমাল লি ইবনে শাহিন, ১৪ পৃষ্ঠা হাদিস নং-১৯)।

(৪) নূরে মুজাসসাম রাসুল (সাঃ) ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার উপর জুম্‌আর রাত ও জুম্‌আর দিনে একশ বার দরুদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহর তা'আলা তার একশটি হাজত পূরণ করবেন। ৭০টি আখিরাতের আর ৩০টি দুনিয়ার। (শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ১১১ পৃষ্ঠা, হাদিস নং-৩০৩৫)।

(৫) রাসুল (সাঃ) ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি হবে যে, দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরুদ শরীফ পড়েছে। (তিরমিযী, ২য় খন্ড ২৭ পৃষ্ঠা, হাদিস নং-৪৮৪)।

(৬) রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার উপর সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশ বার দরুদ শরীফ পাঠ করে তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে। (মাজমাউয যাওয়ায়িদ,১০ম খন্ড, ১৬২ পৃষ্ঠা, হাদিস নং-১৭০২২)

(৭) হুজুরপূর নূর (সাঃ) ইরশাদ করেন: যে এটা বলে, "আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আনযিলহুল মাকয়াদাল মুকাররাবা ইনদাকা ইয়াওমাল কিয়ামাতি তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যাবে"। (মুজাম কবীর, ৫ম খন্ড,২৫ পৃষ্ঠা, হাদিস নং-৪৪৮০)।

(৮) রহমতে আলম রাসুল (সাঃ) ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ পাক লিখেছে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে। (মুজাম আওসাত, ১ম খন্ড ৪৯৭ পৃষ্ঠা, হাদিস নং-১৮৩৫)

(৯) রাহমাতুল্লীল আলামীন নবিজী (সাঃ) ইরশাদ করেন: " হে লোকেরা নিশ্চয় কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা এবং হিসাব নিকাশ থেকে তাড়াতাড়ি মুক্তি পাবে সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে আমার উপর দুনিয়াতে অধিক হারে দরুদ শরীফ পাঠ করে থাকে।" (আল ফিরদৌস বিমাসুবিল খাত্তাব, ৫ম খন্ড,২৭৭ পৃষ্ঠা হাদিস-৮১৭৭) ।

(১০) আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহাবুব, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ইরশাদ করেন: নামাযের পর হামদ, সানা ও দরুদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হয়: দোয়া কর কবুল করা হবে। প্রার্থনা কর, প্রদান করা হবে। (নাসায়ী,২২০ পৃষ্ঠা, হাদিস নং-১২৮১)

(১১) নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন: "যে আমার উপর এক বার দরুদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তা' আলা তার জন্য এক 'ক্বীরাত' পরিমান সাওয়াব লিখে দেন। ক্বীরাত হচ্ছে উহুদ পর্বতের সম-পরিমাণ।(মুসান্নিফ আব্দুর রাজ্জাক, ১ম খন্ড,৩৯পৃষ্ঠা, হাদিস নং-১৫৩)।

(১২) সুলতানে দো- আলম জনাবে রাসূল পাক (সা:) ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না। তিন ব্যক্তি (ঐ দিন) আল্লাহ তা' আলার আরশের ছায়ায় থাকবে। আরজ করা হলো: ইয়া রাসূল্লাহ (সা:) তারা করা হবে? তিনি ইরশাদ করলেন: (ক) ঐ ব্যক্তি যে আমাঁর উম্মতের পেরেশানী দূর করে। (খ) আমার

সুন্নাতকে জীবিতকারী। (গ) আমাঁর উপর কঅধিক পরিমাণে দরুদ শরীফ পাঠ কারী।" (আল বাদূরুস সাফিরাতু লিসসূয়ুতী, ১৩১ পৃষ্ঠা, হাদিস-৩৬৩)।

(১৩) রাসূল (সা:) ইরশাদ করেন "যে ব্যক্তি এটা বলে "জাযাল্লাহু মুহাম্মাদান মা হুয়া আহলুহু" সত্তর জন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত তার জন্য নেকী লিখতে থাকে"। (মুজাম আওসাত,১ম খন্ড ৮২ পৃষ্ঠা, হাদিস নং-২৩৫) ।

(১৪) হযরত ওমর ফারুক (রা:) বলেন: "দোয়া আসমান ও যমীনের মধ্যখানে ঝুলন্ত থাকে। তা থেকে কিছুই ওপরে যায় না(অর্থাৎ দোয়া কবুল হয় না) যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি আঁপন নবীর উপর দরুদ পাঠ করো"। (জামে তিরমিযী,২য় খন্ড, ২৮ পৃষ্ঠা হাদিস নং-৪৮৬)।

(১৫) রাসূল (সা:) ইরশাদ করেন: 'যখন কোনো জাতি কোনো বৈঠকে বসে আর সেখানে যদি তারা আল্লাহকে স্বরণ না করে ও নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি দরুদ পাঠ না করে তাহলে তাদের জন্য কিয়ামতের দিন সে আফ-সোসের কারণ হবে, যদিও তারা পুরষ্কার হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করে"। হাকেম১/৫৫০, মুসনাদে আহমদ হাদিস-৯৯৬৬)।

উপসংহার –

তাইতো কবি বলেন “ কবর যদি চাও উজালা দরুদ বানাও গলের মালা/খুলবে তোমার দিলের তালা দেখবে নবী মোস্তফা”।

হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, ‘যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরুদ পড়তে ভুলে গেল সে বেহেশতের পথই ভুলে গেল। ’ -বায়হাকি

নবীজির প্রতি আমরা দরুদ পড়ব না কেন? তিনি তো সমগ্র মানবতার জন্যই রহমত। উম্মতের প্রতি তাঁর দরদ-মায়া ছিল অপরিসীম। তাঁর মতো মহত্তম মানুষের আগমন পৃথিবীতে কখনো ঘটেনি এবং ঘটবেও না। পৃথিবীতে টিকে থাকা তাবৎ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি লড়াই করেছেন। মানুষকে বের করে এনেছেন মূর্খতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোয়। প্রাণহীন প্রতিমাপূজা থেকে তিনি মানুষকে দেখিয়েছেন বিশুদ্ধ তাওহিদের পথ। তাঁর হাত ধরেই মূর্খতার যুগের মানুষগুলো পরিণত হয়েছিলেন সোনার মানুষে। তাঁরা শুধু নিজেরাই খাঁটি হননি; তাঁদের মাধ্যমে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ পেয়েছে পথের দিশা। এসবের পেছনের কারিগর তিনি। তাঁর নিরলস পরিশ্রম, আত্মত্যাগ ও কোরবানির ফলে আমরা দীনের পথে চলতে পারছি।

হজরত রাসূলে আকরাম (সা.) আমাদের হাদিয়া, তোহফা তথা দরুদ ও সালামের মুখাপেক্ষী নন। এর কারণ, তিনি নিজেই রাহমাতুল্লিল আলামিন, বিশ্বজাহানের জন্য দয়ার সাগর। আমাদের দরুদ ও সালাম পাঠানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকে সম্মান করা, তাজিম করা, তাকে

ভালোবাসা এবং তার নাম বুলন্দ করা। তার এ অনন্য সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহতায়ালাই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। দরুদ ও সালাম পাঠানোর বিনিময়ে বহুগুণে যে প্রাপ্তি, তা আমাদের নিজেদেরই।

বস্তুত, হজরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর মহব্বত অর্জন এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে তার আদর্শ-সুন্নত অনুসরণের যে চেষ্টা-সাধনা ও অনুশীলন-প্রকৃতপক্ষে সেটিই ঈমানের মেহনত।

আল্লাহ পাক প্রত্যেক ভালো কাজের পূর্বে ও পরে আমাদের নবীর প্রতি দরুদ পাঠ করার তাওফিক দান করুন, আমীন।